Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

The New Nation

Vice-Chancellor of Dhaka University, Professor Dr. Niaz Ahmad Khan speaks as chief guest at the auditorium of Teacher-Students Center (TSC), DU on Saturday marking 'Dhaka University Black Day'.
■ NN photo

The New Age

University of Dhaka vice-chancellor Professor Niaz Ahmad Khan addresses at a discussion on the occasion of DU Black Day at the DU Teachers-Students Centre auditorium on Saturday.
— Focus Bangla photo

The Financial Express

DU has traditionally raised voice against injustice: VC

DU CORRESPONDENT

Dhaka University observed 'Black Day' on Saturday (August 23) with a discussion meeting, presided over by Vice Chancellor Professor Dr Niaz Ahmed Khan.

In his speech, Niaz Ahmed Khan said Dhaka University is a national institution that has traditionally raised its voice against all types of injustice.

Pro-Vice Chancellor (Administration) Prof Dr Saima Haque Bidisha, Pro-Vice Chancellor (Education) Prof Dr Mamun Ahmed and Treasurer Prof Dr M Jahangir Alam Chowdhury were also present at the event held at the Teacher-Student Centre (TSC) auditorium.

"When the university speaks out in protest, it resonates across the entire country. This reflects the people's deep trust in Dhaka University as a truly national institution," Dr Niaz Ahmed remarked.

Recalling the events of August 23, 2007, the Vice Chancellor expressed gratitude to all those who participated in the movement at that time.

"In upholding the distinct identity and dignity of Dhaka University, we have always remained united beyond political or ideological divides. This tradition of unity is our shared responsibility. If similar situations arise in the future, we will once again face them together," he commented.

Emphasising respect for state institutions, he said, "The army and police are important national bodies. They are not our opponents. With mutual respects, we must all work from our respective positions for the betterment of the country."

DU 'Black Day' observed

On August 20, 2007, during a football match at Dhaka University's central playground, a clash broke out between students and army personnel. When students and teachers were assaulted by army members, tensions escalated. The next day, following strong protests, the army was forced to withdraw its camp from the university's Physical Education Centre.

As the protests spread beyond Dhaka on August 22, curfews were imposed in major cities, and residential students were ordered to leave the halls.

On the night of August 23, several teachers including Professors Anwar Hossain and Harun-or-Rashid and student leaders were arrested. However, under pressure from the ongoing movement, the government was eventually compelled to release them. Since then, August 23 has been observed every year by the Dhaka University family as Black Day.

Meanwhile, DU VC Prof Dr Niaz Ahmed Khan claimed that his remarks regarding the upcoming Dhaka University Central Students' Union (DUCSU) election were misquoted in news reports of several media outlets.

Speaking to reporters after the DU Black Day event at the TSC auditorium, the VC made the statement.

Some reports claimed that the VC threatened to resign if obstacles arise.

The VC said, "This is completely misleading. I never said such a thing. What I said is that if we face any obstruction in the process, we will inform everyone and provide updates accordingly."

He described DUCSU as a "sacred trust," adding, "As long as I can, I will carry out this responsibility with everyone's cooperation. So far, we are receiving full support."

Although DUCSU was not part of his prepared remarks at the event, journalists asked him separately about the issue.

In response, the VC expressed satisfaction with the current environment and the cooperation of student organisations.

He further noted, "Organising DUCSU is undoubtedly a challenge, but we are working constantly to create the best possible environment. We have been engaging with all groups concerned for months. A perfectly smooth environment is always relative, but we are striving to address every concern."

armanhossen7971@gmail.com

আলোকিত বাংলাদেশ

ডাকসুর আয়োজন যে কোনো বিবেচনায় চ্যালেঞ্জিং : উপাচার্য

আমরা প্রতিনিয়ত চেষ্টা করছি, সবার জন্য ভালো পরিবেশ তৈরি করে এগিয়ে যেতে। প্রতিনিয়ত কাজ করছি। সবাই মিলে মাঠে নেমেছি। সমস্যা আসছে, সমাধানের চেষ্টা করে যাচ্ছি

ড. নিয়াজ আহমদ খান

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশ প্রতিদিন

ঢাবি উপাচার্য

ডাকসু নির্বাচন যেকোনো বিবেচনায় চ্যালেঞ্জিং

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমদ খান বলেছেন, ডাকসু নির্বাচন আয়োজন যেকোনো বিবেচনায় চ্যালেঞ্জিং। আমরা প্রতিনিয়ত চেষ্টা করছি, সবার জন্য ভালো পরিবেশ তৈরি করে এগিয়ে যেতে। গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি) মিলনায়তনে এক আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন। যেখানে তিনি ডাকসু নির্বাচন নিয়ে এসব কথা বলেন।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

খবরের কাগজ

পরিচিতি বাড়াতে কৌশলী প্রচার

সীমা আক্তার | বিন ইয়ামীন মোল্লা | নুজিয়া হাসিন | মেঘমল্লার বসু

ডাকসু নির্বাচন

- ডাকসু নির্বাচন পেছানোর চেষ্টার অভিযোগ
- বাধা এলে তা প্রকাশ্যে আনার প্রতিশ্রুতি উপাচার্যের

>> এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

পরিচিতি বাড়াতে কৌশলী প্রচার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কুশল বিনিময় করেন ছাত্রদলের প্যানেল থেকে ডাকসু ভিপি (সহসভাপতি) প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান। এ সময় সাংবাদিকদের তিনি বলেন, 'আমরা সামগ্রিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক উন্নতিতে দৃষ্টি দিতে চাই। আমরা হাসিনার অপসংস্কৃতির রাজনীতিকে ঘৃণা করি। সামনে বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি সম্পূর্ণভাবে কোয়ালিটিনির্ভর হবে, কোয়ান্টিটিনির্ভর নয়।'

ডাকসু পেছানোর চেষ্টার অভিযোগ, ছাত্র অধিকার পরিষদ প্যানেলের

নির্বাচনে বাধা এলে তা প্রকাশ্যে আনার প্রতিশ্রুতি উপাচার্যের

শিবিরের প্যানেল থেকে বাদ গেলেন এক প্রার্থী

আচরণবিধির আওতায় আসতে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নির্দেশনা

ভোরের ডাক

ডাকসু নির্বাচনের উত্তাপে সরগরম ঢাবি ক্যাম্পাস

ঢাবি সংবাদদাতা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ক্যাম্পাসের বাতাস এখন নির্বাচনী উত্তাপে সরগরম। একদিকে নির্বাচনকে ঘিরে উপাচার্য তার আশাবাদের কথা শোনাচ্ছেন, অন্যদিকে বাতিল হওয়া ৪৭ জন প্রার্থীর ভাগ্য ঝুলে আছে আপিল নিষ্পত্তির অপেক্ষায়। এর মধ্যেই ছাত্রশিবিরের প্যানেল থেকে এক প্রার্থীর বিতর্কিত ফেসবুক স্ট্যাটাসের জেরে বাদ পড়ায় নির্বাচনের উত্তেজনা ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে। সব মিলিয়ে, আগামী ৯ সেপ্টেম্বরের ভোটের আগে শেষ মুহূর্তের দৌড়ঝাঁপ, প্রশাসনিক তৎপরতা এবং রাজনৈতিক কৌশল নির্ধারণে ক্যাম্পাসের প্রতিটি কোণে এখন আলোচনার ঝড়।

জানা যায়, প্রাথমিক যাচাই-বাছাইয়ের পর বিভিন্ন অসংগতির কারণে কেন্দ্রীয় ও হল সংসদ মিলিয়ে ৪৭ জন শিক্ষার্থীর মনোনয়ন স্থগিত করা হয়েছিল। তাদের জন্য নির্বাচন কমিশনের কাছে আপিল করার শেষ সুযোগ ছিল গতকাল শনিবার। এই আপিলগুলো নিষ্পত্তি হওয়ার পরই চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পথে আরও এক ধাপ এগিয়ে যাবে নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, তারা আপিলগুলো দ্রুত পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত জানাবে।

পূর্ণাঙ্গ প্যানেল দিতে ব্যর্থ সব সংগঠন। প্রার্থিতা ফিরে পাওয়ার শেষ সুযোগ আপিলে

আগামী ২৫ আগস্ট প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ দিন এবং ২৬ আগস্ট চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে। এরপরই শুরু হবে আনুষ্ঠানিক নির্বাচনী প্রচারণা।

উপাচার্যের আশাবাদ এবং উত্তপ্ত ক্যাম্পাস : ডাকসু নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ছাত্র সংগঠনগুলোর সামগ্রিক কর্মকাণ্ডে সন্তোষ ও আশা প্রকাশ করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। এক অনানুষ্ঠানিক আলোচনায় গতকাল শনিবার তিনি বলেন, নির্বাচনকে ঘিরে ছাত্র সংগঠনগুলোর আচরণ এখন পর্যন্ত অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। আমরা আশা করি, তারা এই গণতান্ত্রিক ও সহনশীল পরিবেশ শেষ পর্যন্ত বজায় রাখবে। তবে

উপাচার্যের এই আশাবাদের বিপরীতে ক্যাম্পাসজুড়ে বিরাজ করছে নির্বাচনী উত্তাপ। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের প্যানেল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা নিজ নিজ কৌশলে সাধারণ শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করছেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে চলছে তুমুল বিতর্ক ও প্রচারণা। ছাত্রদল, ছাত্রশিবির এবং বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনসহ বিভিন্ন জোটের প্রার্থীরা নিয়মিত *এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪*

ডাকসু নির্বাচনের উত্তাপে

প্রথম পৃষ্ঠার পর : গণসংযোগ করছেন। এরই মধ্যে ছাত্রশিবিরের পক্ষ থেকে প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করে একটি বিবৃতি দেওয়ায় উত্তেজনায় নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে।

পূর্ণাঙ্গ প্যানেল দিতে ব্যর্থ সব সংগঠন : এবারের নির্বাচনের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো– কোনো ছাত্র সংগঠনই বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮টি আবাসিক হলের সবকটিতে পূর্ণাঙ্গ প্যানেল (১৩টি পদে প্রার্থী) দিতে পারেনি। এটি ক্যাম্পাসে কোনো একক সংগঠনের নিরঙ্কুশ আধিপত্য নেই, সে বিষয়টি স্পষ্ট করে তুলেছে এবং হল সংসদ নির্বাচনে একটি মিশ্র ফলাফলের সম্ভাবনা তৈরি করেছে।

বিশ্লেষকরা মনে করছেন, এর ফলে স্বতন্ত্র এবং বিভিন্ন ছোট জোটের প্রার্থীদের জয়ের সুযোগ বাড়বে। সব মিলিয়ে, প্রার্থিতা ফিরে পাওয়ার আবেদনের শেষ সুযোগ এবং উপাচার্যের ইতিবাচক মন্তব্যের মধ্য দিয়ে ডাকসু নির্বাচনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিন শেষ হলো। এখন সবার দৃষ্টি ২৫ ও ২৬ আগস্টের দিকে, যেদিন চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশের মাধ্যমে নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক লড়াইয়ের মঞ্চ পুরোপুরি প্রস্তুত হয়ে যাবে।

শিবিরের প্যানেল থেকে বাদ তন্ময় : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ছাত্রশিবিরের প্যানেল থেকে কার্যনির্বাহী সদস্য প্রার্থী জয়েন উদ্দিন সরকার তন্ময়কে বাদ দেওয়া হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত আসে তখন, যখন তন্ময়ের ফেসবুক স্ট্যাটাস সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে সমালোচনার মুখে পড়ে। শিবিরের প্যানেলের এক প্রার্থী এবং কেন্দ্রীয় কমিটি বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় ছাত্র অধিকার সম্পাদক আমিরুল ইসলাম বলেন, শুধু ফেসবুক স্ট্যাটাসের কারণে তাকে বাদ দেওয়া হয়নি। শিক্ষার্থীদের ম্যান্ডেটের কথা মাথায় রেখে আমরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রশিবিরের ক্রীড়া সম্পাদক ও সদস্য পদপ্রার্থী মিফতাহুল হোসাইন আল মারুফ জানান, তন্ময় ব্যক্তিগত কারণে প্যানেল থেকে সরে গেছেন। আগামী ২৫ আগস্ট পদটির বিষয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

জানা গেছে, তন্ময়ের ওই স্ট্যাটাসে বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানকে উদ্দেশ্য করে লেখা ছিল, একজন ফাইটার লেফটেন্যান্ট পাকিস্তান থেকে বিমান ছিনতাই করে ভারতে যেতে চাচ্ছিলেন। এই স্ট্যাটাসের কারণে সমালোচনার পর তাকে প্যানেল থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এছাড়া ছাত্রশিবিরের 'ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট' প্রচারের ব্যানার থেকেও তার ছবি সরানো হয়েছে। তন্ময় অবশ্য বিষয়টিকে ভিত্তিহীন, অমূলক এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত দাবি করেছেন।

নির্বাচনের তফসিল অনুযায়ী, মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ সময় আগামী ২৫ আগস্ট দুপুর একটা পর্যন্ত। আর প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হবে ২৬ আগস্ট বিকেল ৪টায়। দীর্ঘ প্রতীক্ষিত এই নির্বাচনের ভোট গ্রহণ হবে ৯ সেপ্টেম্বর এবং সেদিনই ফলাফল প্রকাশ করা হবে। এবারই প্রথমবারের মতো হলের বাইরে ছয়টি কেন্দ্রে ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

ইতোমধ্যে ডাকসু এবং হল সংসদ নির্বাচনের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। চূড়ান্ত তালিকায় মোট ভোটার ৩৯ হাজার ৭৭৫ জন। এর মধ্যে ছাত্র ভোটার ২০ হাজার ৮৭১ জন ও ছাত্রী ভোটার ১৮ হাজার ৯০২ জন।